যায়যায়দিন

তারিখ ~~19 JUL 2009~~ 6/7/09
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

রাবির ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ
দায়সারা আয়োজনে ক্ষোভ

রাজশাহী অফিস

উত্তরবঙ্গ তথা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ৫৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। ১৯৫৩ সালের ৬ জুলাই জননেতা মাদারবখশের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তবে দিবসটি উপলক্ষে আড়ম্বরপূর্ণ কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। রাবি জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক প্রফেসর মোহাম্মদ ফায়েক 'উজ্জামান' জানান, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ৬ জুলাই দিবসটি অনাড়ম্বরভাবে উদযাপনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে সকাল ৮টায় প্রশাসন ভবন চত্বরে জাতীয় পতাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলনসহ বেলুন ও ফেস্টুন উড়ানো হবে। বিকাল ৬টায় সিনেট ভবনে সীমিত পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে এক প্রীতি সম্মিলন। অনাড়ম্বর আয়োজনের কারণ হিসেবে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যেহেতু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে সব ধরনের সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ সেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষে আড়ম্বরপূর্ণ কোনো কর্মসূচি গ্রহণ সম্ভব হয়নি।

তবে অনাড়ম্বর আয়োজনে খুশি নয় সাধারণ শিক্ষার্থীরা। একই ধরনের মতামত ছাত্র সংগঠনগুলোরও। ছাত্র ইউনিয়ন রাবি সংসদের সাধারণ সম্পাদক চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থী শিপন আহমেদ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও ঐতিহ্যবাহী একটি বিদ্যাপীঠ ৫৭ বছরে পদার্পণ করছে অথচ সে উপলক্ষে তেমন কোনো আয়োজন নেই, এটা হতাশাজনক। তিনি বলেন, প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই আজকের দিনটির কথা জানে। একজন শিক্ষার্থী ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে মনে করি, দিনটি সম্পর্কে

সবার জানার অধিকার ছিল। দায়সারাভাবে না করে প্রশাসন জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করতে পারতো।

এ বিষয়ে মোবাইল ফোনে কথা হয় রাবির ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব মলয় ভৌমিকের সঙ্গে। যায়যায়দিনকে তিনি বলেন, প্রশাসনের এ আয়োজনে তিনি মোটেই সন্তুষ্ট নন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে সবার বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা ব্যাপকভাবে থাকা দরকার। কারণ আজ তাদের আনন্দের দিন, এ বিদ্যাপীঠের ছাত্র হতে পেরে আজ তাদের গর্ব করার দিন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার দেশের সব কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করে। রাজশাহীতে এ সময় স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। তবে এ দাবি জোরেশোরে ওঠে ভাষা আন্দোলনের কিছুদিন আগে। ১৯৫০ সালের ১৫ নভেম্বর রাজশাহীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ৬৪ সদস্যের বিশেষ একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৫৩ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি নগরীর ঈদগাহ মাঠে এক জনসভায় তৎকালীন এমএলএ প্রখ্যাত আইনজীবী মাদারবখশ রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা না হলে উত্তরবঙ্গকে স্বতন্ত্র প্রদেশ দাবি করার হুমকি দেন। আর এ হুমকিতে সরকারের টনক নড়ে। অনেক আন্দোলন-সংগ্রামের পর অবশেষে ১৯৫৩ সালের ৩১ মার্চ প্রাদেশিক আইনসভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাস হয়। প্রফেসর ড. ইতরাৎ হোসেন জুবেরীকে ভিসি নিয়োগের মাধ্যমে পরের বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

সাতটি বিভাগে মাত্র ১৫৬ জন ছাত্র এবং পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়। ভবন ও অবকাঠামো না থাকায় শুরুতে ক্লাস হতো রাজশাহী কলেজে। বর্তমানে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষার্থী ৪৭টি বিভাগে অধ্যয়ন করছে। এখানে রয়েছে দেশের প্রথম মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মিউজিয়াম শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ড. শামসুজ্জোহার সমাধি, নিতুন কুণ্ডের বিখ্যাত ভাস্কর্য 'সাবাশ বাংলাদেশ', দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম লাইব্রেরি ও দেশের একমাত্র ফোকলোর মিউজিয়াম। পদ্মানদীর কোল ঘেঁষে মতিহারের সবুজ চত্বরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা ক্যাম্পাসটি অস্ট্রেলিয়ান স্থপতি ডক্টর সোয়ানি টমাসের স্থাপত্য পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে।